যুগান্তর

FEB 07 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি জট

দীর্ঘদিন শিক্ষা ক্যাডারে কোন পদোন্নতি হয়নি। প্রায় পাঁচ বছর পর গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা শিক্ষকদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যারা ১২/১৪ বছর ধরে প্রভাষক পদে ছিলেন তাদের মধ্যে। শুধু কর্ম কমিশনের প্রহসনমূলক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পদোন্নতি দেয়া হলেও পরীক্ষা মিস করার কারণে অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একই বছর দু'বার পরীক্ষায় অংশ নেয়া যায় না। এজন্য অনেকেই গত আগস্টে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ফরম পূরণ করেননি। যারা করেছেন তারাও সময়মতো অনুমতি না পাওয়ার কারণে পরীক্ষায় বসতে পারেননি। কারণ পিএসসি পরীক্ষার মাত্র ৪/৫ দিন আগে আইওয়াশের জন্য পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিলেও অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই প্রবেশপত্র পাননি। এমতাবস্থায় অনেকের পক্ষেই পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তারা সিনিয়র হয়েও পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং জুনিয়রবা পদোন্নতি পাওয়ায় ঐ সিনিয়রবা এখন জুনিয়র হয়ে গেছেন। তিন মাসের মধ্যে দু'বার পদোন্নতি হওয়ায় অবস্থা বেশি ঘোলাটে হয়েছে। পদোন্নতি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে কারও কোন বক্তব্য থাকার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা যাঁরা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে জ্যেষ্ঠতা হারালাম তাদের কি হবে? উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালের ১ জুন আমি চাকরি স্থায়ীকরণের আবেদন করি এবং আমার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয় এক বছর পর ২০০০ সালের ৭ জুন। তাড়াহুড়া করে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার ফরম পূরণ করে তা হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে শেষ মুহূর্তে আমরা কয়েকজন সহকর্মী আগস্ট, ২০০০-এর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং দু'বিষয়ে কৃতকার্য হই। আশা করেছিলাম ফেব্রুয়ারি ২০০১-এর পরীক্ষায় বাকি বিষয়টি ক্লিয়ার করে নেব, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। যারা পরীক্ষার ব্যাপারে অবহেলা দেখান বা পরীক্ষার ফরম পূরণ করেননি তাদের কথা বলছি না। যাদের সদিচ্ছা ছিল পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কিন্তু পিএসসির প্রহসনমূলক আচরণের কারণে অংশ নিতে পারেননি তাদের জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখার আকুল আবেদন করছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

মোকাদ্দেসুর রহমান
প্রভাষক, নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী